ত্রিপুরা উচ্চ আদালত

আগরতলা

আর.এস.এ নং ২৯/২০১৭

১. চেয়ারম্যান তথা পরিচালন অধিকর্তা,

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এবং অন্যান্য

বনমালীপুর, আগরতলা, জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরা।

২. অতিরিক্ত সাধারন পরিচালক,

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড

বৈদ্যুতিক সার্কেল নং III, কুমারঘাট, ঊনকোটি জেলা, ত্রিপুরা।

৩. উর্দ্ধতন পরিচালক,

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড বৈদ্যুতিক

উপ-বিভাগ, কদমতলা, উত্তর ত্রিপুরা।

৪. ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড

প্রতিনিধিত্বে চেয়ারম্যান তথা পরিচালন অধিকর্তা, বনমালীপুর,

আগরতলা, জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরা।

-----বিবাদী-বাদী(রা)

বনাম

১. মোঃ কুতুব উদ্দিন

পিতা: মৃত মকদ্দস আলী, সাং এবং পোঃ -

কালাগঙ্গারপাড়, থানা - কদমতলা, জেলা - উত্তর ত্রিপুরা।

২. মোছাম্মত ছায়া বিবি

স্বামী: মৃত মকদ্দস আলী,

৩. মোঃ বুরহান উদ্দিন

পিতা: মৃত মকদ্দস আলী,

৪. মোঃ তাজ উদ্দিন

পিতা: মৃত মকদ্দস আলী,

সর্ব সাং-কারখানা পুতনি, পোঃ : কুকিতল (পুতনি),

থানা: পাথেরকান্দি, জেলা- করিমগঞ্জ, আসাম।

বর্তমানে বসবাস করছেন:

সাং, পোঃ - কালাগঙ্গারপাড়, থানা - কদমতলা, জেলা- উত্তর

ত্রিপুরা..... বাদী-বিবাদী ।

(বাদী বিবাদী নং ৩ ও ৪ নাবালক হওয়ায় প্রতিনিধিত্বে তাদের মা,

আইনী অভিভাবক, যথা, মোছাম্মত ছায়া বিবি, বাদী-বিবাদী নং-২) ।

৫. মোছাম্মত মনোয়ারা বেগম @ মনোয়ার বেগম

স্বামী - মোঃ সাব উদ্দিন, পিতা - মৃত মকদ্দস আলী, সাং -

নাগরা, পোঃ - লোয়ারপোয়া, জেলা - করিমগঞ্জ, আসাম।

৬. মোঃ ফকর উদ্দিন

পিতা - মৃত মকদ্দস আলী, সাং -কারখানা পুতনী, পোঃ

- কুকিতল (পুতনী), থানা - পাথেরকান্দি, জেলা - করিমগঞ্জ,

আসাম।

----- বিবাদী(রা)

বাদীর পক্ষে	: কেউ নেই ।
বিবাদীদের পক্ষে	: শ্রী রাজু দত্ত, আইনজীবী ।
শুনানি এবং রায় ও আদেশ প্রদানের তারিখ	: ২২.০২.২০২১
প্রতিবেদন যোগ্য কিনা	: না।

মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধ

রায় ও আদেশ (মৌখিক)

বাদীদের পক্ষে কেউ উপস্থিত হয় নি । বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রাজু দত্ত কে শোনা হল ।

২. এই সেকেন্ড আপীলটি বাদী পক্ষ কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১০০ এর অধীনে অর্থ সংক্রান্ত আপীল নং 0 ২/২০১৬ থেকে উদ্ভূত মামলা নং সিভিল মিস. ২৯/২০১৬ এ মাননীয় জেলা বিচারপতি, উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর দ্বারা প্রদান করা ২৭.০১.২০১৭ তারিখের আপীলকৃত আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে তামাদি আইনের ধারা ৫ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে।

৩. সংক্ষেপে বলা হচ্ছে, বাদীরা একটি অর্থ সংক্রান্ত মামলা করেছে ৫,৪০,০০০/- টাকা দাবি করে যাহা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম (সংক্ষেপে 'টি.এস.ই.সি.এল'), বিবাদী কর্তৃক প্রদেয় এবং উক্ত মামলাটির ডিক্রি জারি হয় বাদীদের পক্ষে । টি.এস.ই.সি.এল মাননীয় জেলা বিচারপতির সমীপে একটি আপীল করে যেখানে উল্লেখ করা হয় যে সি.পি.সি - এর ধারা ৯১ এর অধীনে আপীলটি করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আপীলটি করতে ২৫৩ দিনের বিলম্ব মঞ্জুর করার জন্য যে উক্ত আবেদনটি করা হয় সেটি মাননীয় প্রথম আপীল যোগ্য আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয় ইহার ভিত্তিতে যে আবেদনকারীরা এই ধরণের বিলম্বের জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। মাননীয় প্রথম আপীল যোগ্য আদালত আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, আবেদনকারীরা যে বিলম্ব সংক্রান্ত যুক্তি দিয়েছে তা সঠিক ছিল না এবং গ্রহণযোগ্য তথ্যমূলক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল না। মাননীয় প্রথম আপীল যোগ্য আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে বাদী পক্ষের যুক্তি কে সমর্থন করার জন্য কোনও তথ্যমূলক প্রমাণ ছিল না এবং সময়মত ব্যবস্থা নিতে বাদীদের পক্ষ থেকে গুরুতর অবহেলা ছিল।

৪. বিলম্বের সময়কাল এবং এই সত্যটি বিবেচনা করে যে 'টি.এস.ই.সি.এল' হল একটি নিগম যাহা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, আমার মতে, বিচারের স্বার্থে এই বিলম্ব মঞ্জুর করা যেতে পারে।

৫. তদনুসারে, সিভিল মিস. ২৯/২০১৬ এর ২৭.০১.২০১৭ তারিখের আদেশটি খারিজ করা হল এবং ২৫৩ দিনের বিলম্ব কে মঞ্জুর করা হল । তদনুসারে, বিলম্ব মঞ্জুর করার জন্য ১ম আপীল যোগ্য আদালতে দায়ের করা আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়। মাননীয় জেলা বিচারপতি গুনাগুনের ভিত্তিতে আপীলটি শুনবেন এবং রেকর্ড প্রাপ্ত হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রথম আপীলটি নিষ্পত্তি করবেন।

৬. এই মামলায় আইনী সহায়তা কেন্দ্রের আইনজীবী রূপে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রাজু দত্ত - এর বক্তব্য হল, আপীল যোগ্য আদালত থেকে পক্ষগণ কে নোটিশ জারি করা উচিত। আবেদনটি মঞ্জুর করা হল।

মাননীয় জেলা বিচারপতি আপীলটি শুনবেন মামলার পক্ষগণ কে নোটিশ জারি করার পর।

৭. তদনুসারে, এই সেকেন্ড আপীলটি মঞ্জুর করা হল এবং তৎসঙ্গে নিষ্পত্তি করা হল।

বিচারপতি

দায়বর্জন(Disclaimer)

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।